بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

৪ পৌষ ১৪২২
১৮ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সকল অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল পথ পরিক্রমায় বিজয়ের মাসে বাংলাদেশেও অন্যান্য বছরের ন্যায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর এ দেশে তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ও জীবন জীবিকার জন্য দীর্ঘকাল যাবত এ দেশের মানুষ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেছে। এতে একদিকে যেমন তাঁদের নিজের ও পরিবারের জীবন মান উন্নত হচ্ছে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে তাঁরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশাল অবদান রাখছে। অভিবাসীদের পরিশ্রম ও উন্নয়নের ফলে তাঁদের প্রেরিত অর্থে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড অতিক্রম করেছে। একইসাথে অভিবাসী কর্মীগণ তাঁদের পরিশ্রম ও পারদর্শীতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করছে। দীর্ঘ মেয়াদে তারা অভিবাসী রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে বাংলাদেশের সুনাম ও পরিচিতি বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি অভিবাসী রাষ্ট্রে লব্ধ অভিজ্ঞতা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে আমরা তাঁদের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

সাম্প্রতিককালে, বিশ্বজনীন 'অভিবাসন' আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিগত বছরগুলোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনে নতুন ক্ষেত্র ও ধারণা উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি ও তার সময়োপযোগী ব্যবহারে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

এবারের আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন বিশ্বব্যাপী অভিবাসন ও উন্নয়ন অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিরাপদ অভিবাসন এবং অভিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নে কর্মপ্রয়াস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রয়াসে বাংলাদেশও আন্তর্জাতিক অভিবাসনে বিদ্যমান বিভিন্ন কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন ফোরামে অংশগ্রহণ করে দায়িত্বশীলতা ও পূর্ণ অধিকারের সাথে অভিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সংরক্ষণে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করছে। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ Global Forum on Migration and Development (GFMD)-এর নবম সম্মেলন ঢাকায় আয়োজন

করতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে, অভিবাসনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সুশাসন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী অভিবাসীদের স্বার্থ সুরক্ষায় অধিকতর অবদান রাখতে পারবে।

একই সাথে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (২০১৬-২০৩০) বাস্তবায়নে অভিবাসনের গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক দেশের অভ্যন্তরেও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং নিরাপদভাবে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে তাঁদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে আমরা অভিবাসন প্রক্রিয়ার পথকে সুগম ও নিরাপদ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। ইতোমধ্যে, বিশ্বব্যাপী এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গঠনমূলক ভূমিকা, অবদান এবং বিভিন্ন ধারণা প্রশংসা অর্জন করেছে। আমরা আশা করব, আমাদের এ অগ্রযাত্রায় অভিবাসন উন্নয়নে সহযোগী আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ তাঁদের ইতিবাচক ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা অবশ্যই এই উন্নয়ন ধারাকে সমুন্নত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, আধুনিক ও জ্ঞানলব্ধ দেশ গঠনের আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপনের সকল আয়োজন সুষ্ঠু ও সুন্দর হোক। এ দিবসে বাংলাদেশের সকল অভিবাসী নাগরিক ও তাঁদের পরিবার বর্গ-এর প্রতি এবং অভিবাসন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা ।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি)